লুসিফারের লোকজন এবং অন্যান্য

আবেশ কুমার দাস

বেঙ্গল ট্রয়কা পাবলিকেশন

সূচিপত্র

ভোরবেলার স্বপ্নেরা
৯

সরীসৃপ
২৩

ছায়া
৪২

জাদুকর
৫২

লুসিফারের লোকজন
৬০

অভিজিৎ
৭৮

ভয়
৯২

বাড়িটা
১০৫

ভোরবেলার স্বপ্নেরা

কেবিনে ডেকে খবরটা দিয়ে ডানহাতটা সবে অমিতাভর দিকে বাড়িয়েছিল সেকশনাল ম্যানেজার। পাতলা হয়ে আসা ঘুমটা ভেঙে গেল তখনই। শীত আর ঘোর বর্ষা বাদে মাথার লাগোয়া জানলাটা খোলাই থাকে রাতবিরেতে। ঘরটা বুকচাপ। তাতে যা গুমোট পড়েছে ক'দিন। শরৎ চলছে যে, কে বলবে।

জানলা দিয়ে সকালের ত্যারচা রোদটা এসে পড়ছে মুখে। ঘুম ভেঙেছে তাতেই। পাশ ফিরে আর-একবার চোখদুটোকে বোজার চেষ্টা করে অমিতাভ। যদিও তাতে কি আর ফিরে আসে ছিঁড়ে যাওয়া স্বপ্ন!

না, এবারে উঠতেই হবে। ঘাড়ের কাছে তেতে উঠছে সকালের রোদ। বারান্দা থেকেও ভেসে এল পরিচিত আওয়াজটা। পুবের জানলাটার কপাট শেষ কবে বন্ধ করেছিল মনে পড়ে না। রোজ সকালে লাগোয়া সরু গলিটা ধরে এসে খবরের কাগজখানাকে গরাদের এদিকে চালান করে যায় বাসু।

কাজের মাসি এসে পড়বে এখনই। সে-ই এসে প্রথমে চা করে দেয়। সকালের দিকে বাজারহাটের পাটটা ইচ্ছে করেই আর রাখেনি অমিতাভ। স্টেশন লাগোয়া জর্জ রোড আর ক্যানিংহাম রোড জুড়ে টাটকা বাজার বসে ফি সন্ধ্যায়। অফিসফেরতা অমন সুযোগটা থাকতে সক্কাল সক্কাল ঝঞ্ঝাটের মধ্যে কে আর যেতে চায়! বরং এই ভাল। চা খেতে খেতে বারান্দায় বসে সওয়া আটটা অবধি কাগজখানায় চোখ বুলিয়ে ধীরেসুস্থে স্নানে ঢোকে অমিতাভ।

মাথায় জল ঢালতে ঢালতেই ওদিকে ঘরদোর ঝেড়েমুছে, বাসন মেজে অল্প রান্নাবান্না হয়ে যায় মাসির। এই মহিলার ভরসাতেই রোজ ন'টা দশের লোকালটা ধরতে পারছে সে। মাসে মাসে টাকাটা তাই একটু বেশি গুনতে হলেও গা করে না। মিষ্টি বেশি চাইলে গুড় তো ঢালতেই হবে খানিক। আর একা মানুষের অত বাঁচিয়ে হবেটাই বা কী!

রবিবার বা ছুটিছাটার দিনগুলোয় সামান্য হেরফের বাদ দিলে বছর পঁয়তাল্লিশের অমিতাভর জীবনটা বেশ নিস্তরঙ্গই। আত্মীয়স্বজন বিশেষ নেই কেউ। দূর সম্পর্কের যারা আছে তারাও দূরেই থাকতে চায়। অফিসের বাইরে বন্ধুবান্ধবও নেই বিশেষ। পুরনো বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র অতনুর সঙ্গেই যা কালেভদ্রে দেখা হয়ে যায় রাস্তাঘাটে। অফিস থেকে ফিরে পাড়ার লাইব্রেরির বই নিয়েই কেটে যায় সন্ধেটা। মাঝে একফাঁক ফুটিয়ে নেয় দুটো ডালসেদ্ধ-আলুসেদ্ধ।

চায়ের কাপ হাতে বারান্দায় বসে আজ কিন্তু একটু আনমনা হয়ে গেল অমিতাভ। গরাদের ফাঁকে শরতের একটুকরো আকাশে পরিযায়ী মেঘ। ভোরের অসমাপ্ত স্বপ্নটুকুকে মনে পড়ে গেল আবার। অফিসে বসের সুনজরে পড়তে, প্রোমোশন পেতে কে না চায়! সে-ও চায় তেমনই। আবার অনেকদিন থেকেই আটকে রয়েছে একটা জায়গাতেই। যদিও তা নিয়ে খুব একটা মনঃকষ্টও নেই। আচ্ছা, ভোরবেলার স্বপ্নেরা নাকি সত্যি হয়! অনেককেই বলতে শুনেছে বটে কথাটা। মনে পড়তেই আপনা-আপনিই একটু হাসি খেলে যায় ঠোঁটের কোনায়।

এত দূর! তার স্বপ্নবিলাস এত দূর বেড়ে উঠেছে! অমিতাভর মনে হয় একটা সামান্য স্বপ্ন নিয়ে এমন আকাশপাতাল তার মতো লোকেই হয়তো ভাবতে পারে। গরাদের ফাঁকে ফাঁকে তখন শরতের মনকেমন আকাশ। মনে মনে একচোট হেসে নিয়ে

সরীসৃপ

জিনিসপত্র তো ভালই বানিয়েছে। একে বলে ছোটর ওপর বড়। ফুল যে ফুটছে বেশ বোঝা যাচ্ছে আজকাল।

মালটার মুখচোখ দেখবি। একবার দেখলেই মনে হয় সাত ঘাটের জল খাওয়া জিনিস একটা।

এত ঘাটের জলই যখন খেলি আমাদের সাথে এই পুকুরঘাটে নয় আসতিস আজ একবার।

তর্জনী আর মধ্যমার ফাঁকে ধরা স্পেশালটায় লম্বা করে শেষ টান মেরে অবশেষটুকুকে চটির তলায় পিষে দিতে দিতে নিজের মেঠো রসিকতায় নিজেই হেসে ওঠে তরুণাভ। তমোঘ্নও যোগ দেয় সেই হাসিতে।

খুব পুড়কি না... হে-হে...

ওদের আলোচনার বিষয়বস্তু এখন সোমা।

কী বাবা আকাশ, ব্যোমকে গেলে যে একেবারে। বলি বোঁটার গন্ধ শুঁকেছ কখনও সুমিত্রার...

বাঁহাতে কপাল চেপে ধরে বসে থাকা আকাশের দিকে একপলক তাকিয়ে আই বি-র সেভেন ফিফটির বোতলটাকে এক টান মেরে পুকুরের মাঝমধ্যিখানে ছুঁড়ে দেয় তরুণাভ, সব টলছে তো এখন? টলবে, আরও টলবে। টলতে টলতে সগ্‌গো-মত্তো-পাতাল সব এক হয়ে যাবে। এই তো সবে প্রথম প্রথম। একটু এমন হবে এখন।

আর-একটা কাউন্টার হবে নাকি বাবা?

চারমিনারটা এগিয়ে ধরে তমোঘ্ন।

উঁহ হুঁ, থাক ঠিক আছে।

ডানপায়ের দিকে আলগোছে নজর রেখেই ঘাড় নাড়ায় আকাশ।

উঁহ হুঁ! কেন বাবা, উঁহ হুঁ কেন! সুমিত্রার বোঁটার কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ! এতক্ষণ তো দিব্যি টানছিলে বসে বসে। হঠাৎ মাসিকের ন্যাকড়া হয়ে গেলে যে একেবারে।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে ওরা দু'জনেই।

আকাশের গা-টা কেমন শিরশিরিয়ে ওঠে ওদের এত জোরে হেসে উঠতে দেখে। আধঘণ্টা ধরে যে বুকে হাঁটা চারপেয়ে শরীরটার উপর নজর রেখে বসে রয়েছে সেটা আবার এই বিকট আওয়াজে চমকে-টমকে উঠে দৌড়ে আসে নাকি কে জানে! কিন্তু তেমন শ্রবণক্ষমতা কি আছে জাতটার! অবশ্য ওদের শ্রবণশক্তির পরীক্ষা কোনওদিনই নিতে যায়নি আকাশ। যেহেতু জাতটার সঙ্গে তার চোরপুলিশ খেলাটা চলে আসছে সেই কবে থেকেই। ওদের প্রজাতির যে কাউকে ধারেকাছে দেখলেই বরাবর পিঠটান দিয়েছে সে। আর সবচাইতে মুশকিলের কথাটা হল শহরের যে কোনও সম্ভ্রান্ত বাড়ির রুচিশীল দেয়ালেই এই বুকে হাঁটার জাতটার দু'-চারজনকে ঠিক গোয়েন্দাগিরি করতে দেখা যাবেই সব সময়।

আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়াপ্রতিবেশী— কত লোকের বাড়ি গিয়ে যে সিঁটিয়ে থাকতে হয়েছে এতকাল আকাশকে। হয়তো একটা হিলহিলে শরীর তখন দেয়াল থেকে নেমেছে মেঝেতে। দুটো ফোলাফোলা ধূর্ত পিটপিটে চাহনির গতিবিধি যেন ঠিক তার চেয়ারের দিকেই সেই মুহূর্তে। কবে থেকে মনে পড়ে না— কিন্তু সিঁটিয়ে থাকতে থাকতে শেষ অবধি সিঁটিয়ে থাকাটাই দাঁড়িয়ে গেল অভ্যাসে। সবাই ধরে নিল প্রকাশভঙ্গিটা বড় কম তার।

কিন্তু আজকের পরিস্থিতি অন্যরকম। হাল ফ্যাশনের কোনও

ছায়া

অপরেশ লাহিড়ির গলা পেয়েই প্রমাদ গুনল কার্তিক। সতর্ক হতে হত কল রিসিভের আগেই। এক-একদিন এক-একটা নাম্বার থেকে ফোন করতে শুরু করেছে লোকটা। মানুষের বিশ্বাস ভেঙে গেলে যা হয়। খুব একটা দোষও দেওয়া যায় না লোকটাকে। এই বাজারে টাকা ফেরত পাওয়ার চিন্তা করছে সকলেই। মাঝে কয়েকদিন লাহিড়ির ফোন ধরা বন্ধ করেছিল কার্তিক। তারপর থেকেই এই নতুন খেলা ধরেছে লোকটা। কিন্তু প্রদীপ পালিতের সামনে বসে কী বলবে এখন সে লাহিড়িকে!

একেই রেগুলার কালেকশনের টাকা তুলতে মাথার ঘাম পায়ে নেমে যাচ্ছে ইদানীং। বছরখানেক আগেও যারা মাস পড়তে না পড়তে ফোন করে তাগাদা দিত রেকারিং-এর টাকা নিয়ে যেতে, সেই লোকগুলোর কাছ থেকেই আজকাল পাঁচ-সাতশো টাকা বের করতে সুকতলা ক্ষয়ে যাচ্ছে। পালিতের বাড়িতেই আজ নিয়ে আসতে হল তিন দিন। সাতশোটা টাকার জন্য। প্রথম দু'দিন বাড়িতে ক্যাশ না থাকার অজুহাতে ফিরিয়ে দিয়েছিল পালিত। সাতশোটা টাকাও নাকি আজকের দিনে থাকে না একটা লোকের বাড়িতে! আর তাও নয় হল, পালিতের গলি থেকে বড়রাস্তায় বেরিয়েই পরপর দু'খানা এটিএম। কিন্তু এত কথা বলার মতো দিনকাল আর নেই। চুপচাপ সাইকেল ঘুরিয়ে ফিরে গিয়েছিল কার্তিক।

মাসের চব্বিশ তারিখ টাকা নিয়ে যাও বা চেয়ারে এসে আজ

বসেছিল পালিত, প্যান্টের পকেটে ফোনটা আচমকা বেজে উঠল কার্তিকের। অচেনা নাম্বার রিসিভ করে ওপাশ থেকে অপরেশ লাহিড়ির গলা পেয়েই চোখে অন্ধকার দেখল কার্তিক। আর হলুদ-হলুদ একরাশ ফুল। চোখে সরষেফুল দেখা কাকে বলে টের পেয়ে গেল নিমেষেই। পালিতের সামনে বসে লাহিড়িকে কী বলবে সে এবার! লোকটার রেকারিং ম্যাচিওর করার কথা এই মাসেই। সেই হিসেবে কোনও ভুল নেই তার ফোন করায়। কিন্তু কার্তিকও জানে টাকাটা হাতে পেতে লাহিড়িকে অপেক্ষা করতে হবে আরও তিন থেকে চার মাস। যা টালমাটাল শুরু হয়েছে কোম্পানির। নতুন পলিসির ওপেনিং একেবারে বন্ধ। বছর বছর মাছের তেলে মাছ ভাজার সেই পুরনো গল্প ঝাড়ে চলে গিয়েছে একেবারে।

কিন্তু পালিতের সামনে এত কথা লাহিড়িকে বোঝাতে যাওয়া মানেই এখন ডেকে শাল পেছনে পোরা। ফোনে যা শোনার তো শুনবেই। তারপর শুরু হবে পালিতের জেরা। একদম ল্যাংটো হয়ে যাবে কার্তিক। তরুণ চ্যাটার্জি আর মিসেস তলাপাত্রকে যেভাবে ম্যানেজ করেছিল অন্যসময় হলে সেভাবেই সালটে নিত লাহিড়িকেও। কিন্তু সে গুড়েও এখন বালি। সামনের মাসের বারোয় বাঁ চোখের ছানি কাটাতেই হবে বাবার।

মিসেস তলাপাত্রও ছিল ঝানু মহিলা। অপরেশের মতো এক-একদিন এক এক নাম্বারের ছক না ধরলেও জ্বালিয়ে মারতে শুরু করেছিল শেষের দিকে। সদ্য সদ্য তখন মহাদেব হাজরাকে সামলে উঠেছে কার্তিক। লোক জুটিয়ে বাড়ি এসে যাচ্ছেতাই করে গিয়েছে হাজরা। কাঁচা কাঁচা খিস্তিগুলো শুনতে শুনতে কার্তিকের খালি ভয় হচ্ছিল বাবাকে নিয়ে। সেরিব্রাল হয়ে গিয়েছে মানুষটার সবে বছর ঘুরেছে তখন। সেদিনের অভিজ্ঞতার পর তাই আর নতুন করে বিড়ম্বনা বাড়াতে চায়নি কার্তিক। তাতে তলাপাত্রর